AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date 29-05-2025 Time: 7.50 P.M.

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ আলিপুরদুয়ারে ১ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যে পাইপবাহিত গ্যাস সরবরাহ প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, তাদের জন্যই কেন্দ্রে অনেক প্রকল্প এখানে কার্যকর হচ্ছে না।

২) মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী সামরিক অভিযানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাচ্ছেন।

৩) উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপটি আজ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে, এরাজ্যের সাগর এবং বাংলাদেশের ক্ষেপুপাড়ার মধ্য দিয়ে রায়দীঘীর কাছ থেকে উপকূলভাগ অতিক্রম করেছে।

৪) রাজ্যে আজ বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের সূচনা হয়েছে।

oooooooooooooooooooooo

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন ভারতের অর্থনীতি এখন অভূতপূর্ব উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে। আর এই উন্নয়নের অনেকটাই নির্ভরশীল গ্যাস ভিত্তিক অর্থনীতির ওপর। তিনি আজ আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে পাইপবাহিত গ্যাস সরবরাহ প্রকল্পের শিলান্যাস করে বলেন, ১ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের এই প্রকল্প আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলা এবং এই অঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হবে। প্রকল্পটি রূপায়িত হলে আড়াই লক্ষ্য বাড়িতে গ্যাসের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। এরফলে বাড়ি বাড়ি আর রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার দরকার পড়বে না। পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরাসরি পৌঁছে যাবে গ্যাস। এরফলে একদিকে যেমন পরিবেশ বান্ধব ও ব্যয় সশ্রয়ী জ্বালানি পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে, পাশাপাশি বহু কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে।

(বাইট – প্রধানমন্ত্রী/গ্যাস)

আমাদের প্রতিনিধি বিরাজ নারায়ণ রায় জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিকাশ, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্র তাই এরাজ্যের উন্নয়নেও বদ্ধপরিকর বলে শ্রী মোদী দ্ব্যর্থহীনভাষায় জানান।

(বাইট – প্রধানমন্ত্রী/রাজ্যের উন্নয়ন)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, তাদের জন্যই কেন্দ্রের অনেক প্রকল্প এখানে কার্যকর হয় না। রাজ্যের মানুষ আয়ুষ্মান ভারত যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন না। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকেও বহু মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে লিপ্ত থাকার অভিযোগ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, মেয়েদের ওপর অত্যাচার, সব ক্ষেত্রেই – এই রাজ্য সংকটের মুখে। কিন্তু শাসক দলের নেতারা নিজেদের ভুল না মেনে নিয়ে পাল্টা দোষারোপ করছেন, আদালতের দিকে আঙ্গুল তুলছেন। আদিবাসীদের কথাও এরাজ্যের শাসকদল ও সরকার ভাবে না বলে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন। তবে, বাংলাকে তার হৃতগৌরব ফিরিয়ে দিতে রাজ্যের মানুষকেই প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে আসার আর্জি জানিয়েছেন বলে আমাদের জলপাইগুড়ির সংবাদদাতা চন্দনা চৌধুরী জানাচ্ছেন।

'অপারেশন সিন্দুর-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পহেলগাঁও-এর ঘটনায় মানুষের সম্মিলিত ক্রোধ, সরকারকে শক্তি জুগিয়েছে। যারা ওই ঘটনার পেছনে ছিল তাদের সিঁদুরের শক্তি বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী বাগডোগরা থেকে সিকিমের একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন। খারাপ আবহাওয়ার জন্য তিনি সশরীরে গ্যাংটকের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি।

আলিপুরদুয়ার থেকে প্রধানমন্ত্রী বিহারে গেছেন।

oooooooooooooooooooooooo

আলিপুরদুয়ারে জনসভা থেকে রাজ্য সরকারকে প্রধানমন্ত্রী তীব্র আক্রমণের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী দলের সংসদীয় প্রতিনিধিরা যখন দেশের হয়ে বিদেশে গিয়ে জোরের সঙ্গে বক্তব্য তুলে ধরছেন, তখন অপারেশন সিন্দুরকে ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এরাজ্যে রাজনৈতিক প্রচারে ব্যস্ত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী সামরিক অভিযানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাচ্ছেন।

(বাইট – মুখ্যমন্ত্রী)

মুর্শিদাবাদ ও মালদায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির জন্য তিনি বিজেপিকেই দায়ী করেছেন।

নীতি আয়োগের বৈঠকে কেন তিনি যোগ দেননি, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিজের বক্তব্য রাখার সুযোগ পাওয়া যায় না বলেই তিনি ওই বৈঠকে যোগ দেননি। তিনি জানান, গতবার নীতি আয়োগের বৈঠকে চার মিনিটের মাথায় তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়, ফলে নিজের বক্তব্য তিনি জানাতে পারেননি। একই কারণে কর্ণাটক ও কেরালার মুখ্যমন্ত্রীও এই বৈঠকে যোগ দেননি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অপারেশন সিন্দুরের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যে সমস্ত সর্ব দলীয় প্রতিনিধি দল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরছেন, তারা তাদের কাজ শেষ না করে দেশে ফিরবেন না। কারণ তারা দেশের স্বার্থে নিজেদের মাতৃভূমির জন্য বিদেশে গিয়েছেন।

এদিকে, ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন, তাতে তাঁর রুচিহীনতা আবার প্রমাণিত হয়েছে বলে বিজেপি দাবি করেছে। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, একজন বয়োজেষ্ঠ মানুষ সম্পর্কে কিভাবে কথা বলা উচিত, তা মুখ্যমন্ত্রীর জানা নেই।

(বাইট – সুকান্ত)

oooooooooooooooooooooo

শিক্ষকদের চাকরি কেড়ে নিতে সিপিআইএম ও বিজেপি একজোট হয়ে আদালতে মামলা করেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অভিযোগ করেন। তিনি আজ বলেন আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে সব আইনি দিক বিবেচনা করেই শিক্ষকদের বাঁচাতে রাজ্য সরকার সবরকমের চেষ্টা করছে। এইভাবে সমাধানের একটা পথ বেরিয়ে আসবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি ২০০৭ সালে মধ্যপ্রদেশে ব্যাপম কেলেংকারির কড়া সমালোচনা করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে বিজেপি আদালতকে চালাচ্ছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন।

এদিকে ২০১৬ সালে এসএলএসটির মাধ্যমে কাজে যোগ দেওয়া চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের একাংশ, রাজ্য সরকারের কাছে সুবিচারের আবেদন জানিয়েছেন। সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের কয়েকজন আজ নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠি দেন। সামাজিক মর্যাদা ও সুষ্ঠ ভাবে বেঁচে থাকার জন্যে তারা রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার কথা বলেন।

অন্যদিকে, চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষিকাদের একটি প্রতিনিধি দল, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে আজ সকালে কালীঘাটে যান। তাদের প্রথমে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, পুলিশের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের দেখা হবে না বলে জানানো হলেও, নিজেদের অবস্থানে অনড় শিক্ষিকারা স্পষ্ট জানান, স্কুল ও পারিবারিক নানান সমস্যা এবং দায়িত্ব সামলে তাদের পক্ষে নতুন করে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

চাকরি হারা শিক্ষকদের এক প্রতিনিধি দল প্রদেশ কংগ্রেসের কাছেও আইনি সহায়তা চেয়েছে বলে জানা গেছে। বিধান ভবনে চাকরিহারা শিক্ষকদের ওই প্রতিনিধি দল আজ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের কাছে আইনি সহায়তা চেয়ে চিঠি দেন। সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, কংগ্রেস নেতা , লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী যাতে চাকরিহারা শিক্ষকদের সমস্যার বিষয়টি নিয়ে সংসদে উত্থাপন করেন সেই আর্জিও ওই প্রতিনিধি দল জানিয়েছে।

oooooooooooooooooooooo

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আজ মুর্শিদাবাদে চাকরিহারা এক শিক্ষকের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ ভোরে প্রবীণ কর্মকার নামে ওই শিক্ষক হৃদরোগে আক্রান্ত হন। পরিবারের লোকজন জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। রঘুনাথগঞ্জের বাসিন্দা জিয়াগঞ্জের আমাইপাড়া বিদ্যাপীঠের ইংরেজির শিক্ষক প্রবীন ২০১৯ সালে ওই স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন। ২০১৬ সালের এসএসসি-র প্যানেলে তাঁর নাম ছিল।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর প্রবীণ-সহ ওই স্কুলের চার জন শিক্ষক চাকরিহারা হন। এর পর নতুন করে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ জারি করলে ফের তিনি স্কুলে যোগও দিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পাঠানো যোগ্য শিক্ষকের তালিকাতেও তাঁর নাম ছিলো।

শিক্ষক সংগঠন শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ মুর্শিদাবাদের যোগ্য শিক্ষকের মৃত্যুর সম্পূর্ণ দায় রাজ্য সরকারকে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনকে দিয়ে পুনরায় চাকরি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগেই যোগ্য শিক্ষকের আত্ম হনন সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি STEA ও সমালোচনা করেছেন।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতিও এই মৃত্যু অত্যন্ত দুর্ভাগ্য জনক বলে উল্লেখ করেছে।

oooooooooooooooooooooo

এবারের স্পটলাইটের বিষয় অপারেশন সিঁদুর - সংসদীয় প্রতিনিধি দল। অংশ নিয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী দেবজিৎ সরকার। তার সঙ্গে কথা বলেছেন কল্যাণ লাহা। তিনটি পর্বে বিভক্ত এই আলোচনার প্রথম পর্ব শুনবেন আজ রাত সাড়ে আটটায় সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গ এবং আকাশবাণী সংবাদ এর সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তথা শেষ পর্ব শুনবেন পয়লা ও ৩ রা জুন রাত সাড়ে আটটায় সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গ এবং আকাশবাণী সংবাদ এর সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে।

oooooooooooooooooooooo

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি গভীর নিম্নচাপের কারণে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই ভারী বৃষ্টির খবর পাওয়া গেছে।এর প্রভাবে আগামীকালও রাজ্যের সব জেলাতেই ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্ক বার্তা জানান হয়েছে। একটি প্রতিবেদন-

(ভয়েসকাস্ট)

এদিকে, উপকূলবর্তী এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে সমুদ্র উত্তাল, মৎস্যজীবীদের আগামীকাল পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

এদিকে, বৃষ্টিতে তাপমাত্রা বেশকিছুটা কমেছে। কলকাতায় আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯ দশমিক সাত ডিগ্রী সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের তুলনায় যা প্রায় সাড়ে ৫ ডিগ্রী কম। বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ১০ দশমিক এক মিলিমিটার।

oooooooooooooooooooooo

নিম্নচাপজনিত কারনে আগামী দুই দিন রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রবল দূর্যোগের পূর্বাভাষ থাকায় তা মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী আজ নবান্নে এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করেন। সেখানে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে এসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার উপর নজরদারির নির্দেশ দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিপর্যয় ব্যবস্হাপনা দফতর ও সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকা এবং প্রয়োজনে নদী তীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। ত্রান শিবিরগুলিতে পর্যাপ্ত ত্রান সামগ্রী মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির উপরে নজরদারির জন্যে ব্লক, জেলা ও রাজ্যস্তরে চালু করা হয়েছে চব্বিশ ঘন্টার কন্ট্রোল রুম।

(বাইট – মুখ্যমন্ত্রী)

oooooooooooooooooooooo

রাজ্যে আজ বিকশিত ভারত কৃষি সংকল্প অভিযানের সূচনা হয়েছে। নদিয়া জেলায় আজ সূচনা হয়েছে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের। নদিয়া কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র ও বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে হরিণঘাটা ব্লকের কাষ্ঠডাঙ্গা গ্রামে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে কৃষক ও কৃষি বিজ্ঞানীরা মতবিনিময় করেন। কৃষকদের হাতে উন্নত মানের পেয়ারার চারা তুলে দেওয়া হয় বলে নদিয়া কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র সূত্রে জানানো হয়েছে। বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান উপলক্ষে সভায় স্বাগত ভাষণ দেন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডক্টর মলয় কুমার সামন্ত।

এদিকে, আই সি এ আর, ব্যারাকপুর সেফ্রির সহযোগিতায় বিকশিত ভারতের অঙ্গ হিসেবে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের সূচনা করেছে মুর্শিদাবাদের সারগাছি ধান্যগঙ্গা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। গোটা জেলার ১৩ টি বাছাই করা ব্লকের ৮০ টি গ্রামের কৃষকদের , প্রথাগত ও বিকল্প চাষ, উদ্যানপালন , প্রাণীসম্পদ চাষ নিয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের পাশাপাশি হাতে কলমে যন্ত্র পরিচালনা ও প্রযুক্তির ব্যাবহার শেখাবেন বিশেষজ্ঞরা।

আগামী ১০ দিন এই কর্মসূচিতে জেলার নিবিড় কৃষি অঞ্চল হরিহরপাড়া,নবগ্রাম,বড়এঞা ছাড়াও ১৩ টি গ্রামে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। প্রতিদিনই এই কর্মসূচিগুলিতে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা ছাড়াও থাকবেন আই সি এ আর এর গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা। আজ হরিহরপাড়ার স্বরূপ পুরে এক কর্মশালায় আগ্রহী কৃষকদের ভীড় ছিলো লক্ষণীয়। বিশেষজ্ঞ হিসেবে ছিলেন আই সি এ আর ব্যারাকপুর সেফ্রির গবেষক ড: মনোহর মায়ুম শায়া দেবী ও সারগাছি ধান্যগঙ্গা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের গবেষক ড: দেবাশীষ রায়।

oooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooo